লেখক

সাজ্জাদানশীন-এ-গাউছুল আজম, হজরত মওলানা শাহ
ছুফী সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম।

প্রকাশক

আলহাজ্ব হজরত মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার শরীফ, চট্টগ্রাম।

গ্রন্থ সত্ত্ব

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক সংরক্ষিত।

ডিজাইন ও মুদ্রণে

মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-২৮৯৭১৬, ০১৭১১-৮১৭২৭৪শ
ফ্যাক্স ঃ ০৩১-২৮৬৭৩৩৮
E-mail : prokashoni@maizbhandarsharif.com
Website : www.maizbhandarsharif.com

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইংরেজী।
দ্বিতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৬ ইংরেজী।
তৃতীয় প্রকাশ : জুন ২০১২ ইংরেজী।

হাদিয়া : ১০.০০ (দশ) টাকা।

বিশ্ব–মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ

বেলায়ত প্রকৃত প্রস্তাবে কুতবিয়ত প্রধান। যেহেতু ইহা গুপ্ত আদি। যথাঃ– "রহমান" সৃষ্টির পূর্বে তৎ আবশ্যকীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তার গুপ্ত নাম; যাহা আদি। "রহিম" সৃষ্টিকর্তার ব্যক্ত নাম, স্রষ্টার সৃজিত বস্তুর ব্যবহারের ফলে খোদার দান সম্বলিত অবদান, যাহা পরবর্তী।

রেছালত যুগেও যাহা স্বাগত সত্তাতে স্বাতন্ত্র্য ভাবে বিদ্যমান ছিল। যেহেতু এই খোদা তত্ত্ব জ্ঞান, বিধান ধর্ম ব্যতীত খোদা-জ্ঞানবান ছিল। নবুয়ত বা রেছালত খোদা-প্রদত্ত বিধি নিষেধ প্রধান, খোদা জ্ঞানবান কুতুবে এরশাদী মশরব ধারা সংশ্লিষ্ট। সেই মশরব বা চলনভঙ্গি, ছুফী পরিভাষায় "ছালেকে মজজুব" এবং "মজজুবে ছালেক" নামে অভিহিত।

"গাউছিয়ত" ধারা ত্রাণ কর্তৃত্ব এবং "কুতবিয়ত" কর্ম কর্তৃত্ব নামে পরিচিত। যাহা হজরতে খাতেমুন্নবীর মুহাম্মদী ব্যক্ত ও আহমদী বেলায়তী গুপ্তনামে সৃষ্টির প্রারম্ভে হাকিকতে মুহাম্মদী হিসাবে বিদ্যমান ছিল।

এই "ছালেকে মজজুব" গুণাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে "পীরে কাওয়াল" বা কথাবার্তার যোগ্যতা সম্পন্ন নাছুত বা পার্থিব জনগণের চরিত্র সংগঠন এবং নিরলস সৎকর্ম অনুরাগ সৃষ্টি মানসেই নবী-রসুল এবং অলিগণের অবয়বতায় খোদায়ী ইচ্ছায় আবির্ভাব দেখা যায়। যেহেতু তাঁহারা জনগণের অবস্থা অবগত এবং মঙ্গল ইচ্ছাও পোষণ করেন। খোদায়ী জজ্‌বার আংশিক ভাবধারা সম্পন্ন ছাহেবে মকাম নবী বা অলীউল্লাহ হন।

মজজুবে ছালেক ইহা নেহায়ত বেলায়তী মকাম বা স্তর, যাঁহারা খোদা অবগত এবং বিধানও অবগত। কিন্তু বিধানের উপর ইচ্ছাকেই প্রাধান্যতা দিয়া থাকেন। ইহারা অবস্থাও অবগত খোদায়ী শক্তিতে প্রভাবশালী শক্তি সম্পন্ন–মঙ্গল ইচ্ছুক ত্রাণ কর্তৃত্বাধিকারী গুণান্বিত ব্যক্তিগণই "পীরে ফায়াল"–অর্থাৎ নিজ প্রভাব বিস্তারে কথা ছাড়া কাজে সক্ষম।

উপরোক্ত উভয় গুণাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই হেদায়তকারী যোগ্যতা সম্পন্ন। যথা নবুয়ত যুগে কুতুবে মশীয়তে ইয়াজ্‌দানী হিসাবে হজরত খিজির (আঃ) এবং নবীগণের মধ্যে হজরত ঈসা (আঃ) ও হজরত মুহম্মদ মোস্তফা-আহমদে মোজতাবা (সঃ) নবীগণকে দেখা যায়।

রেছালত যুগের পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে ইহারা শাসক গোষ্ঠির রীতিনীতি এবং যুগের পরিবর্তনের ফলে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

যাঁহারা খোদায়ী জজ্‌বাতী প্রেম-বিভোরতার দরুণ পার্থিবতার প্রতি নজর বা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে না, তাঁহারা "মজজুবে মাহাজ" "মাদার" মশরব অলীউল্লাহ। তাঁহাদের মধ্যে কুতুব, কুতুবুল আক্‌তাব নিম্নে "মকতুমে ছাইয়া" ইত্যাদি স্তরের কামেল অলীউল্লাহগণ থাকিলেও কুতুবে এরশাদী থাকে না। অনেকেই নিজ্‌ পরিচয়ও গোপন করিয়া চলেন। হাদীছ শরীফে আছে ঃ- আওলীয়ারা আমার দেহাবরণ কবার ভিতরে, খোদা ব্যতীত অন্যে তাহাদিগকে চিনে না।

মওলানা রূমী (রঃ) বলেন ঃ- বহু বাদশাহ সম্মানিত বাহাদুর সরওয়ারী অলীউল্লাহগণ বারংবার যুগে যুগে এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন, খোদায়ী ঈর্ষায় তাঁহাদের নাম গোপন রহিয়াছে; কম্বলধারী ফকিরেরাও তাঁহাদের নাম নেয় নাই। তাঁহাদের মজহাবী পরিচয়ও অপ্রয়োজনীয় ও দরকার বিহীন। খোদায়ী সত্তাই তাঁহাদের মজহাব। মওলানা আরও বলেনঃ- আশেক প্রেমিকদের মজহাব একমাত্র খোদা। যুগে যুগে এই কুতুব মশরব অলিউল্লাহ্‌ বিদ্যমান ছিলেন, বর্তমানেও আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে।

কুতুবে এরশাদ-কুতুবুল আক্‌তাব ও মাদার, কুতুবুল আক্‌তাব রূপে এই সম্প্রদায়ের সর্বময় যুগ কর্তা হন। ইহাদের ফয়জ অর্জন করিতে হইলে কুতুবে এরশাদের আবশ্যকতা অপরিহার্য।

অতএব মওলানা রূমী বলেন ঃ- অপক্ক কাঁচা চাউল বা তরকারী পাক করিতে হইলে মধ্যস্থ একটি পাত্র বা ডেকের আবশ্যকতা অনিবার্য। পাকা ধাতু লোহা প্রভৃতিকে জ্বলন্ত আগুনে দিলে পুড়িবে না বরং আগুণের রং ও গুণ লাভে খাটি ও প্রফুল্লতা অর্জন করিবে।

সুতরাং ইহাদের সঙ্গে যোগাযোগ হেতু নাছুত বা পার্থিবতার মলিনতার উর্দ্ধে পৌঁছিতেই হইবে। নচেৎ ধ্বংস নিশ্চিত।

ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী বলিয়াছিলেন, ইহা বাবা আদমের কবর, অনর্থকে এইখানে বিনাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ অনর্থ পরিহার কর। যেমন "উছুলে ছাবআ" বা সপ্ত পদ্ধতী আয়ত্ব কর। দেহ তত্ত্ব লাভ কর যাহা লাওয়ামার মকাম বা স্তর। যাহারা এই ত্রিবিধ গুণের একটিরও অধিকারী নহেন, কেবল আদেশ নিষেধ হুকুম জ্ঞাপন সম্পন্ন খোদা বিশ্বাসী হইলেও খোদা তত্ত্ব জ্ঞানী নহে বিধায়, বেলায়তের অধিকারী নহেন।

যেই পর্যন্ত নবীউল্লাহ্ এবং অলীউল্লাহ্–খোদার পেয়ারা বান্দাদের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন না হয়, তাহারা মোমেন পর্যায়েও গণ্য হইবেনা। বোখারী ও মোছলেম শরীফের হাদিছে আছে ঃ– তোমরা যেই পর্যন্ত আমাকে নিজ্ পুত্র পরিজন বৈষয়িক সম্পদ হইতে অধিক ভালবাসিতে না পার ততক্ষণ মোমেন পর্যায়ভুক্ত হইবে না।

সুতরাং বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ভালবাসাই ঈমানের মূলধন যাহা খোদা তত্ত্ব জ্ঞানীর প্রতি ভালবাসাই বুঝায়।

এই কুতবিয়ত ধারা নবুয়ত যুগে, নবী রসুলগণের সঙ্গে কুতুবে এরশাদী হিসাবে সম্মিলিতভাবে বিকশিত হইতে এবং ভিন্নভাবে দেখা দিলেও নবুয়ত যুগের পর বেলায়তে মুহাম্মদী প্রভাবে ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছিয়ত মশরব মতে বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনে খোদায়ী জ্ঞানদান সাম্য-ভ্রাতৃত্ব-দয়া ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত মানব শ্রেণীর বিভিন্ন সময়ে যুগোপযোগী কার্যকরী হতে দেখা গিয়াছিল।

হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এঁর পর ঐ জীবন্ত অমর হেদায়তী বেলায়তী ধারা "খেলাফত" বা মোসলেম হুকুমত বা শাসনতন্ত্রের প্রভাবে মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদী হিসাবে প্রচলিত থাকে।

এতদ্‌সত্ত্বেও এই ছুফী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিধান ধর্ম-চর্চাকারীদের মর্মবাদী মতানৈক্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে আইন চর্চাকারী মুফতীগণের পরামর্শে বাদশাই ফরমানে ইহাদের বহু মর্মবাদী চিন্তানায়ক বুজুর্গ প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নিহত, অত্যাচারিত জেল ভোগ বা দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

অপরদিকে প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহের তারতম্যের দরুণ, রসূলে করিম (সঃ) হইতে সময়ের দীর্ঘতায় স্বাভাবিক "হাদীছ" বা নবীর বাণীর বিভিন্ন রূপ ও দলগত কারণে ভাঙ্গন অনিবার্য দেখা দেয়। এহেন অবস্থায় হিজরী চারি শতাব্দীর পর রাজধানী ব াদ নগরী তর্কযুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাগিদে খোদার ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে একজন মর্মবাদী শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের আবশ্যকতা প্রকটভাবে দেখা দেয়।

ফলে শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) স্বভাবসিদ্ধ গাউছুল আজম মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদীর আবির্ভাব ঘটে।

একদা তিনি ঘোষণা করিলেন, আমি জীলান শহরের অধিবাসী ধর্মের জীবনদাতা আমার উপাধি ও আমার ঝাণ্ডা বা ধর্ম প্রতীক সাধারণ মানববুদ্ধির সমতল ভূমির উর্দ্ধে পাহাড়ের চূড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আবদুল কাদের আমার নাম, আমার পিতামহ (দাদা) পূর্ণ মানবতা জ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক, এল্‌কায়ী এবং এল্‌হামী জ্ঞান লাভের ফলে কুতুবে এরশাদী পদ লাভ করিয়াছি। সর্বময় কর্তা হইতে শুভ অদৃষ্ট লাভে সমর্থ হইয়াছি।

পক্ষান্তরে তাঁহার পূর্ববর্তী যাহারা মতবাদের স্বাধীনতার অভাবে বাস্তুভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তথাকার জনগণ, এই ইস্‌লামী ছুফী সাধনাপন্থী, শান্তিময় সংগ্রাম বিমুখ, অস্ত্র পরিহারী ধর্মনিষ্ঠ, ধৈর্যশীল, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বলে প্রভাবিত মনিষীগণের শুভদৃষ্টি আকৃষ্টক্রমে ইসলামী মতবাদে দীক্ষিত হইতে থাকে। ফলে ইসলামী সৌন্দর্যতা দিন দিন প্রসার লাভ করে এবং বিস্তৃতি ঘটে।

এহেন শুভ মুহূর্তে ব াদ নগরীতে পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (কঃ) দাবী শুনাইলেন ঃ-

দীনে মুহাম্মদীর সমস্ত অলীউল্লাহ্ আমার পদাঙ্ক অনুসারী, আমি পূর্ণচন্দ্র মহানবীর পদাঙ্ক অনুসারী।

ইহাতে বুঝা যায়, নবুয়তী বিধান ধর্মের বিভেদাত্মক প্রকৃতি "ফোর্কানী" বিধায়, চন্দ্রের মত বৃদ্ধির চরম শিখায় পরিণতিতে, আধ্যাত্মিকতার অনুসারী অলিউল্লাহগণ তাঁহারই "বেলায়তে ওজমা" বা সর্বশ্রেষ্ঠ গাউছে আজম

এফ্তেতাহিয়া বা আরম্ভকারীর মতবাদ "এল্হাম" ও "এল্কার"ই অনুসারী ও অনুগামী। তিনি নবুয়তী এবং বেলায়তী ক্ষমতা সম্পন্ন বিধায়, পূর্ণ নবীর অনুসরণ ক্ষমতা সম্পন্ন।

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী দেশত্যাগী বুজুর্গানে দীনের বদৌলতে বিভিন্ন দেশে এই বেলায়তী আলো উজ্জ্বল ও প্রস্ফুটিত হইয়া দেখা দিল এবং বেলায়ত তারনা তৌহীদী ঢঙ্কা বাজিয়া উঠিল। "তৌহীদ" অদ্বৈত-অদ্বৈত যাহা "জমআনী" বা সমাবেশকারী খোদায়ী অহির পরিভাষায় "কোরানী" বিশ্বমানব ধর্ম। তাই তিনি ঘোষনা করিয়াছেন, আমার ঢঙ্কা আসমান-জমীনে বাজিয়া উঠিয়াছে। শুভ অদৃষ্টের প্রভাতী উষা আমার জন্য উদিত। অতীত রহস্য আমার নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সম্মান প্রতীক দান করতঃ আমার প্রার্থীত বস্তু আমাকে দিয়াছেন। গাউছে আজমীয়তের কারুকার্য খচিত বেলায়তী তাজ্ আমায় পরাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত কুতুবগণই বন্ধু ভাবাপণ্ন। তোমরা আমার অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমরা আমারই পুরুষ বা পৌরুষ। আমি তোমাদের জন্য খোদায়ী প্রেম মদিরায় মদিরা বিভোর, খোদায়ী প্রেমিকদের মধ্যে অবস্থিত।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়তের মত এই গাউছে আজমীয়তের দাবীতে অলৌকিকত্ব ও কেরামতাদির অবশ্যই প্রয়োজন রহিয়াছে। যিনি ৪৭১ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬১ হিজরী সালে ওফাত প্রাপ্ত হন। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, অহি ছাড়াও খোদাতায়ালার সঙ্গে যোগাযোগের অন্য পন্থাও আছে। যাহার নাম "এল্হাম" এবং "এল্কা" ইহা কশফী কলবী বিধায়, তকলীদী এবং এসতেদ্লালীর চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ এবং নিশ্চিত। যদিও মোসলিম হুকুমত প্রাধান্য যুগ বিধায় মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদীই ছিল তবুও ইহা হইতে বেলায়ত প্রাধান্য আরম্ভ হইল। যাহার নাম আজমীয়তে দেখা যায়।

দলিল প্রমাণ সাপেক্ষে বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থ এবং আল্লামা মহিউদ্দীন ইব্নে আরবী (কঃ) এঁর তফছীর ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

এই সময় কুতুবুল আক্তাব এরশাদী সোলতানুল হিন্দ গরীব নাওয়াজ হজরত খাজা আজমীরী বিল্ বেরাছত আজমীয়তের শানে বিরাজ লাভ করেন। ইহা বেলায়ত প্রাধান্য যুগের দ্বিতীয় নজীর যিনি হিজরী ৬৩৩ সালে ওফাত প্রাপ্ত হন।

অতঃপর হিজরী ১১৪৩ (এগারশত তেতাল্লিশ) সালের পর এই দীনে মুহাম্মদীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাকিদে–হজরত আবদুল গণি তবলুছি (রহঃ) এর পরবর্তী সময়ে পথিকের সামনে একটি রঙ্গিন আয়াশি ছবি ঝলমল করিয়া দেখা দিল। বেশী সংখ্যক লোক বিনা পরিশ্রমে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইতে ভালবাসিল। খানকার লোকদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধার সুবিধায় অনেক লোভী ব্যক্তিরা সংসার অনাসক্তির পরিবর্তে সংসার আসক্তি; নিজ দৈনন্দিন কর্মজীবনের হিসাব বা তেলাওয়াতে অজুদ দেহতত্ত্বের পরিবর্তে সহজ রুজি-রোজগারে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজ অবস্থা গোপন করে চলাই ছুফীদের অভ্যাস ছিল, এখন নিজ বুজুর্গীর বাহাদুরী প্রচার করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। চরিত্র গঠন, সৎস্বভাব অর্জন ছুফীজনের নীতিমালা ছিল, এখন দুর্নীতি ও ধোকাকেই অনেকে সম্বল করিয়া নিল। ফলে যাহা স্নেহ, ভালবাসা ছিল তাহা ছল-চাতুরী, লোক দেখানো হৃদয়হীন কৃত্রিমতায় পরিণত হইতে চলিল। যা দ্বারা বিশ্বের কতেক লোক পাইকারীভাবে ধর্ম ও ধার্মিকের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস জনিত অনুমানে স্রষ্টার প্রতি সন্দিগ্ধ, অস্বীকারকারী এবং নাস্তিকতাবাদ সমর্থক বিভিন্ন ইজমের উৎপত্তি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম গোড়াবাদের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ, বিপজ্জনক এলাকার সৃষ্টি করিল। ছুফী মতবাদ সেই দুর্গতির ভিতর দিয়া ধর্মগোড়াবাদের পরিবর্তে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সাম্য "আদলে মোত্‌লাকের" প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। লোভী ছদ্মবেশীদের আবির্ভাবের ফলে বানচাল হইতে চলিল। যাহাতে বিশ্ববাসী ভিন্ন ভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হইতে বাধ্য হইল।

অলৌকিকত্ব শূন্য এহেন নৈতিক পতন যুগে একজন সার্বজনীন মহাপুরুষ ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছে আজমের আবশ্যকতা পুনঃ প্রকট হইয়া দেখা দিল। যেহেতু সাধু বুজুর্গ এবং অসাধু বুজুর্গবেশী রূপধারীর পরিচয় জনগণের দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। কাজেই খোদায়ী গুণজ্ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন প্রতিভাবান বুজুর্গের আগমন, প্রাকৃতিকভাবে অনিবার্য হইল। যাহাতে অলৌকিকত্ব ও দাবীর নিশ্চয়তা পুনঃ দেখা দিল।

যাহার ফলে হিজরী ১২৪৪ সালে, সকল ধর্মাবলম্বীর ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন খাতেমে জমানায়ে বেলায়তে মোকাইয়্যাদা-আগত বিগত বেলায়ত যুগের সমন্বয়-সাধক, বিশ্বঅলী-রসুলে করিম (সঃ)-এঁর আহমদী বেলায়তের ধারক-

বাহক হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মালামিয়া কাদেরীর অজুদে পাকে বেলায়তে মোত্লাকার জন্মলাভ সংঘটিত হইল।

যিনি - ❑ ১। সকল সম্প্রদায়বর্গের আগত ব্যক্তিগণের না হওয়ার মত কাম্য বস্তু, তাঁহার ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছে আজমীয়তের প্রভাবে, খোদার অনুগ্রহ পাইতে এবং সফলতা লাভে সক্ষম হয়।

❑ ২। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম স্বাধীনতার স্বীকৃতি সহ স্ব স্ব ধর্মে আস্থাশীল থাকিতে নির্দেশ দেন।

যেহেতু এই স্বধর্ম নিষ্ঠাই ধার্মিক ব্যক্তিগণের মনে লোভ, লালসা, কাম, ক্রোধ, অহম প্রভৃতি তম গুণ "নফ্ছে আম্মারা" নাছুতী প্রেরণা সংযত করিতে সমর্থ দেখা যায়। যাহার ফলে মানবের নির্বিলাস সভ্যতা ও বিশ্ব শান্তি সাম্য সম্ভব। পক্ষান্তরে ধর্মহীনতা, অনাবশ্যক কামনা, বিলাস বাসনা প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বীতা; হিংসা, ফাসাদ, নিষ্ঠুরতা এবং ধ্বংসের পথেই আগাইয়া দিয়াছে। তাই বহু কিছু আবিষ্কারে সমর্থ হইলেও বিশ্ব সমস্যার সমাধান দিতে পারে নাই। ধর্মের নৈতিক দিক্ বিবর্জিত আচার ধর্মচারীরাও ধর্মের ক্রিয়া পদ্ধতীর সংকীর্ণ বেড়াজালে আবদ্ধ হেতু মানবতার বিরুদ্ধে লড়িয়া নিজেদের মধ্যে কলহ এবং ধ্বংস অনিবার্য করিয়াছে।

❑ ৩। সকল ধর্মাবলম্বীর মুক্তির দিশারী হিসেবে সপ্ত পদ্ধতীর প্রবর্তন করেন। যথা– ১। পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করা। ২। যাহা না হইলে চলে সেইরূপ অনর্থ কাজ কথা-বার্তা এড়াইয়া চলা। পরদোষ পরিহার এবং নিজ দোষ স্মরণ করা, যাহাকে ছুফী পরিভাষায় তেলাওয়াতে অজুদ বলে। ৩। নিজ্ বাসনা-কামনাকে খোদার ইচ্ছা শক্তির নিকট বিলীন করা। যেহেতু স্রষ্টা-সৃষ্টির মঙ্গলকামী আসল রূপ বা অবস্থা সামনে ব্যক্ত হওয়ার জন্য ধৈর্য সহকারে অবস্থান করা যাহার নাম "ছবর" ছুফী পরিভাষায় যাহাকে "তসলীম" ও "রজা" বলে।

৪। বিশেষ সময়ে বা দিনে উপবাস, আয়ত্ব বস্তু গ্রহণে সংযম বা ধৈর্য ধারণ করা, পাপ বিরত হওয়া। ৫। লোভ এবং কামভাব পরিত্যাগ করা যাহার ফলে মানব, খোদার পেয়ারা এবং অনুগ্রহ ভাজন হয়। ৬। নিন্দাকারীকে শত্রু মনে না করা বরং বন্ধু মনে করা। যেহেতু নিজের মধ্যে দোষ দেখিলে সতর্ক হইতে এবং

খোদার নিকট ক্ষমা চাহিতে সক্ষম হইবে, না থাকিলে খোদার শোকর গুজারীর ফলে নিজের মধ্যে বিরাট শক্তির সমাবেশ পাইবে। ৭। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্থ হওয়া। যাহার ফলে খোদা পথচারী প্রভাবশালী ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্থ হইবে। এই বেলায়ত স্তরকে বেলায়তে খিজরী বলা হয়। যাহা কুতুবে এরশাদী মশীয়তে ইয়াজ্দানী নামে অভিহিত। বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বেলায়তে মোত্লাকার ৯৫ পৃষ্ঠায় তাঁহার উক্তি নামক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে।

❑ ১। আমি হাসরের দিন প্রথম বলিব "লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্।"

❑ ২। রসূলুল্লাহ্র দুইটী টুপীর মধ্যে একটি টুপী আমার মাথায় এবং অপরটি আমার ভাই পীরানে পীর ছাহেবের মাথায় দিয়াছেন।

❑ ৩। আমার নাম পীরানে পীর সাহেবের নামের সাথে সোনালী অক্ষরে লেখা আছে।

যাহার ফলে বুঝা যায়, ধর্মের গ্লানি যুগে তিনিও একজন ধর্মের জীবনদাতা বা জীবন দানকারী হিসাবে পীরানে পীর দস্তগীর শাহে বগদাদীর মত গাউছে আজমীয়ত ত্রাণকর্তা অলিউল্লাহ্।

ইহাও বুঝা যায়, রসূলে করিমের বেলায়তে আহমদীর সম্মানিত টুপী বা তাজ তাঁহার মাথা মোবারকে এবং রসূলুল্লাহ্র বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মুহাম্মদীর তাজ, হজরত পীরানে পীর শাহে ব াদীর মাথা মোবারকে স্থাপিত। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, এই দুই জন মহাপুরুষই গাউছুল আজম নামে সম্মানিত। তাই অন্য কোন বুজুর্গ এই গাউছে আজমীয়তের দাবী করেন নাই।

উপরের বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর ঝাণ্ডা বরদার। যাহা হাশরের দিন শেষ নবীর ঝাণ্ডা "লেওয়ায়ে আহমদী" হিসাবে উত্থিত হইবে। সুতরাং ইবনে আরবী (কঃ) এঁর বাণী মতে তিনিই "খাতেমুল অলদ্" এবং বেলায়তে মুহাম্মদীর "খাতেমুল অলী" নিশানধারী। (বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)